

আমি চিনি গো চিনি তোমারে---

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

ইন্টারনেটের বাংলা ফোরামে বঙ্গবন্ধু বনাম মুক্তি-যোদ্ধা তর্কটি জনাব মোস্তফা কামালের আবিষ্কার। পরিস্কার বলে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মুক্তি-যোদ্ধার সম্মান অনেক উপরে। একথা শোনার পর বঙ্গবন্ধুর ভক্তরা অথবা আওয়ামী সমর্থকরা বলুক মুক্তি-যোদ্ধাদের অনেক উপরে বঙ্গবন্ধুর স্থান, আর এ তর্কে যদি কিছু মুক্তি-যোদ্ধা আওয়ামী লীগ বিদ্বৈষী হয়ে যায়, তাতেই মোস্তফা কামাল সাহেবের লেখার সার্থকতা। কামাল সাহেবের মত, নবী মোহাম্মদের ভক্ত কিছু লোক, বিশেষ করে জামাতীরা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ বনাম নজরুল ইসলাম নামে এরকম একটি তর্কের জন্ম দিয়ে বেশ লাভবান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দাড়ি নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয় খোলা ময়দানে আর নজরুলকে বানানো হয় ইসলামের বীর সৈনিক, মুসলমানের জাতীয় কবি। শ্রীমতি প্রমিলা দেবী তাদের শ্রদ্ধেয় ইমামের মোহতারেমা, নজরুলের শ্যামা-সঙ্গীত তাদের মোনাজাতে মকবুল।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ স্মরণ করা যাক- **আমি যদি হুকুম দেবার না ও পারি-
-----ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল-----তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে
শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে-----।** এ ছিল স্বাধিকার আদায়ে যোদ্ধের প্রস্তুতি, মুক্তি-যোদ্ধা সৃষ্টির আহ্বান। কামাল সাহেব নিজেই সূঁকার করেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্থপতি, সেই সুবাদে বঙ্গবন্ধু মুক্তি-যোদ্ধাদের জন্মদাতা বললে কি অতুক্তি হবে? বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় বঙ্গবন্ধুর নাম আসবে মুক্তি-যোদ্ধা শব্দটির অনেক আগে। শেখ মুজিব ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যোদ্ধের সুপ্রীম কমান্ডার। কে আগে, কে পরে, কে উপরে আর কে নীচে এ তর্কের উদ্দেশ্য আর যা-ই হউক মহৎ যে নয় তা বলা যায় বিলম্বন। একটা কথা মনে রাখা ভাল, একজন মুক্তি-যোদ্ধা, সেচ্ছায় রাজাকার হতে পারে কিন্তু একজন রাজাকার কোন কালে ই মুক্তি-যোদ্ধা হতে পারবেনা। হাসিনা আর আওয়ামী লীগকে এত ধোলাই করলেন কিন্তু আপনার এতগুলো লেখা পড়েও এ বিতর্কের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আর আপনার রাজনৈতিক মতাদর্শ কি তার মাথা-মুন্ড কিছু ই বুঝি নাই।

আমাদের গ্রামাঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে- এক গাই এর বাছুর আরেক গাই এর নীচে লাগানো। প্রবাদটি দুধ বিক্রেতা অসৎ চরিত্রের গোয়াল-গোয়ালিনী স্বভাবের মানুষের চারিত্রিক পরিচয় প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। একজন পরলৌকিক, অযুক্তিবাদী (ধর্মে বিশ্বাসী) হয়ে দুই ইহ-জাগতিক যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব ডঃ জাফর উল্লাহ প্রতি অতি ভক্তি, আর সেতারা হাসেমের প্রতি বিদ্রোপাচরণে সীমাহীন চাতুরতা প্রকাশ পায়। সেতারা হাসেম আর ডঃ জাফর উল্লাহ, আমার কাছে মনে হয় এক সাগরের অসমতল, ভিন্ন গভীরতার দুই তীরে অতন্দ্র প্রহরী লাইট-হাউস। ইন্টারনেটের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্ন মতাদর্শী এই দুই জ্ঞানীর কাছ থেকে অনেক পেয়েছেন, অনেক পাওয়ার আশাবাদী। আপনি ডঃ জাফর উল্লাহকে বলেছেন পিতৃতুল্য, আর তিনি কাঁধেই বন্দুক রেখে শিকার করতে উদ্যত হয়েছেন সেতারা হাসেমকে। জাফর সাহেবকে ব্যাখ্যা করতে বলেছেন, তিনি কেন সেতারা হাসেমকে ক্রুস-ড্রেসার বলেন। এটা দুই বর্ষীয়ান, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্বের প্রতি চরম বেয়াদবী ছাড়া আর কিছু নয়।

ইংল্যান্ড, ২৭ এপ্রিল ২০০৪

